বাংলাদেশ আওয়ামি লীগ অষ্ট্রেলিয়া শাখার
কমিটি গঠন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

সিডনীতে দীর্ঘ এক যুগ আওয়ামি লীগ নিস্ক্রয় থাকার পর ২ বছর আগে আওয়ামি লীগের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের সম্নতি নিয়ে একটি সচল ও কার্য্যকর কমিটি গঠনের লক্ষে ডঃ শামসর রহমানকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। স্বাভাবিক নিয়মে তা ৯০ দিনের বেশী স্থায়ী হবার কথা নয়। কিন্তু ডঃ শামস ২ বছর তার নেতৃত্বে থেকে গত জুলাই মাসে জাতিয় শোক দিবসকে সামনে রেখে একটি সম্নেলনের আয়োজন করেন।

১৮ই জুলাই ২০০৯ আয়োজিত সম্মেলনে সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতির কোন স্বাক্ষর বই ছিল না। সম্মেলনে পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠণ না করে কেবল সভাপতি ও সাধারন সম্পাদককে নির্বাচিত ঘোষনা করা হয়। পরবর্তিতে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক অন্যান্য পদে পছন্দমত লোকদের মনোনিত করেন দলের নতুন কমিটিতে।

গর ২৩ আগষ্ট ২০০৯, বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকী স্মরনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে আগত প্রধান অতিথি, জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইফ আব্দুস শহীদের সাথে নতুন কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং কমিটির নাম ঘোষনার ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছি, বিশেষ করে "জাতিয় শোক দিবস" অনুষ্ঠানে। শোক সভায় উপস্থিত ডাঃ নুরুর রহমান, মোসলেউর রহমান খুসবো, ডাঃ লাভলি রহমান, শামীম আল-নোমান সহ অনেকেই এই ঘোষনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে নতুন কমিটির নাম ঘোষনা করা হয়। নতুন কমিটির সদস্য হিসেবে আমাকেও মঞ্চে ডাকা হয়েছিলো, কিন্তু আমি মঞ্চে যেতে অস্বীকার করি।

অনুষ্ঠানের পরে প্রচারিত সংবাদে দেখা গেল অনেককে ঘোষিত কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার হয়েছে! এর মধ্য দিয়ে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক তাদের ক্ষমতা বহিভুত কার্য্যক্রমই প্রমান করেছেন! জাতির জনকের সাহাদাত বার্ষিকী সমস্ত বাঙ্গালীর জন্য একটি শোকের দিন। সেই অনুষ্ঠানে নব নির্বাচিত কমিটি পরিচিতি শোক দিবসের অনুষ্ঠানটিকে আনন্দমেলায় পরিনত করেছিল!

সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক কর্তৃক সম্নেলন ও কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াকে আমার মত অনেকেই অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া বিধায় সমর্থন করেন না। ইচ্ছা–খুশীর এই কমিটি কোন অবস্থায়ই আমাদের কাছে গ্রহনযোগ্য নয়।

হারুন রশীদ আজাদ
অষ্ট্রেলিয়া আওয়ামিলীগের আহ্বায়ক কমিটি সদস্য
azad.harun@ymail.com